## সম্পাদকীয়

প্রাত্যহিক গতাণুগতিকতার আবরণ সরিয়ে উজ্বল আলোর পরশের মতো বর্ষশেষে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি সমাগত।

মিথ্যা, প্রতারণা, কপটতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের বর্তমান পটভূমিতে যে কতিপয় সাধক-সাধিকা সনাতন ধর্ম, নীতি ও আদর্শকে লালিত ও উজ্জীবিত ক'রার নিমিত্ত সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন, শ্রীশ্রীমা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সনাতন সত্যনির্ভর তাঁর জীবনাদর্শ আশ্চর্য্যরূপ যুগোপযোগী ও বাস্তবানুসারী। সঙ্গীত, শিল্প, কলা, সাহিত্য—প্রতিটি শাখায় তাঁর কুশল ও স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ। তিঁনি বিশ্বাস করেন সামাজিক জীবন ও সাধনজীবনের সামরস্যতায়। জীবনের কর্মকোলাহলের মধ্যে থেকেও শুদ্ধ চিন্তা ও ভাবাদর্শের মাধ্যমে যে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়—এই প্রত্যয় ও সত্যকে তিঁনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভক্তমনে। তাঁর জীবনবেদ, তাঁর তিতিক্ষা, সত্যানুসন্ধানে তাঁর ত্যাগ ও কৃচ্ছসাধন, তাঁর উদারতা, সৃজনশীলতা ও মহানুভবতার কণামাত্রও যদি আমাদের মধ্যে বিকশিত হয়, তা' আমাদের সংস্কারলব্ধ পরম সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছু নয়!!

যে পুণ্যলগ্নে আদ্যাশক্তিস্বরূপা সর্বমঙ্গলা মা এই নবকলেবরে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই ''জগন্নাথ স্নানযাত্রা'' তিথি সমাসন্ন। সাধারণচক্ষে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দারুমূর্তিস্বরূপ হ'লেও, সদ্‌গুরু পরমগুহ্য এই জগন্নাথতত্ত্বকে সযত্নে সাধকমনে প্রতিষ্ঠিত করেন। একালের আপামর সাধক আত্মানুসন্ধানে ও যোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য ব্যয়িত করেন সমগ্র জীবন—আর আমাদের শ্রীশ্রীমা তাঁর মাধুর্যের সাধনার ধন মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালিত করছেন সেইসকল মুমুক্ষু ভক্তের জন্য যারা সত্যানুসন্ধানের ও তপশ্চর্যার কাঙাল। আমাদের সাধনপথ সুগম করার জন্য, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বিনিদ্রনয়নে অপেক্ষমান সেইসব মানুষের জন্য যারা আসবেন তীব্র মুমুক্ষা ও সমর্পণ নিয়ে মায়ের চরণে—যাদের মধ্যে চেতনার স্পন্দন জাগিয়ে মা স্নেহভ'রে বলবেন ''আয় মন বেড়াতে যাবি''। চরণাশ্রিত মানবকুলের মধ্যে চৈতণ্যের স্পন্দন জাগিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব ও আধ্যাত্মিক চেতনায় উত্তরণই তাঁর একমাত্র ''সাধনা''।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মলগ্নে তাঁর চরণাম্বুজে প্রণতি জানিয়ে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাই যেন আমরা জাগতিক সকল শুভ কর্মে, সকল শুভ চিন্তায়, সকল আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে মাতৃশক্তির পূর্ণ পরিব্যাপ্তি অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি। শ্রীশ্রীমা—জগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে তুমি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছ, মহাব্যোমে তুমি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ কূটস্থে তুমি নিত্য বিরাজিত হয়ে আছ। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য কি পরাবিদ্যাস্বরূপা তোমাকে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হতে পারি! শুধু এ'টুকুই কামনা করি যে সত্যের যে হোমাগ্নি তুমি প্রজ্জ্বলিত করেছ, আমরা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেন তাকে অনির্বাণ ক'রে রাখতে পারি—তোমার অপত্যস্নেহে ও করুণাসিঞ্চনে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে তোমার সঙ্কল্পিত সাধনার ধনে সার্থক রূপান্তরিত ক'রতে পারি।

''বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥''

# Editorial

The holy birthday celebration of Sree Sree Maa is around the corner …

Our revered Mother is one of the countable few savants of the recent times who have dedicated their whole life for nourishing and fostering eternal spiritualism, truth and ideology amidst the crumbling ethics and human values in our society. Her ideology, founded on cardinal truth, is pragmatic and rational. She has left her indelible mark in streams of art, culture, music and spiritual compositions with equal élan. Our Mother staunchly believes in equilibrium of societal life and spiritual accomplishments. Over the years, she has been able to establish a firm conviction amidst everybody around her that one can advance in the path of self-realization with a pious mind and honest goals. Blessed be those who can imbibe even an iota of her vision, her forbearance, her magnanimity, her creativity, her sacrifice and austerity for promoting righteousness and truthfulness.

The holy ablution day ("*Snanyatra tithi*") of Lord Jagannath falls on 18th June this year. This was the moment when Sree Sree Maa graced this world in her latest incarnation. The idol of Lord Jagannath may appear to be lifeless in the eyes of an ordinary beholder; yet an emancipated guru can institute the highly esoteric philosophy ("*Jagannath tatwa*") in the mind of a saint. The cardinal difference in the mission of our Mother and that of the majority of modern-day "*sadhaks*" is that while the latter dedicate their entire life in achieving personal yogic magnificence, Sree Sree Maa bides her time, year after year, patiently awaiting the arrival of the devotees who are eager to embrace truthfulness and tread the path of penance. She spends countless sleepless nights praying for the deliverance of those who flock to her with surrender and spiritual yearning. She waits for those in whom she can kindle the sparks of pure consciousness. Spiritual enlightenment and emancipation are naturally enshrined in her through the severe penance of her past incarnations; her only "*sadhana*" in this birth is to transform us into complete human beings, worthy of being the vanguards of eternal spirituality.

Come ! Let us pay our humble obeisance to her lotus feet on the auspicious occasion of her birth anniversary and beseech her to obtain her blessings in all our honest thoughts, honest deeds and spiritual realizations. Let us always behold her glorious form in our mind's eye and convince ourselves that our Holy Mother, in her supramental state, pervades every particle of this universe and extends herself in the boundless sky.

Maa, we are too ignorant to fathom your true glory; yet we pray to you that, only through your compassion and blessings, may we all be able to foster the flicker of spirituality that you have kindled in us and elevate our lives to sublime humanity to become your worthy children.

"*Vidya samastastaba devi bheda, striyâ samasta sakala jagatsu*
*tavaikãya puritamamvaitat ka te stuti stabyaparaporokti"*